বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নরসিংদী, কেন্দ্রের মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার এসএফসি বাঞ্ছারামপুর কেন্দ্রের আওতায় সমাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

মূল্যায়ন সময়কাল: ১৪.১১.২০২২খ্রি: হতে ১৫.১১.২০২২খ্রি:

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
বিটিএমসি ভবন (৫ম তলা)
৭-৯, কাওরান বাজার
ঢাকা-১২১৫ ।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১	পটভূমি ও বিভিন্ন সনের তাঁত জরিপ অনুযায়ী বি-বাড়িয়া জেলার তাঁতের পরিসংখ্যান	১-৩
০২	প্রশিক্ষণ মূল্যায়নের কার্যপরিধি	৩
০৩	মূল্যায়ন পদ্ধতি	৩
০৪	নরসিংদী তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আওতায় পরিচালিত কোর্সসমূহ	৪
০৫	প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন পদ্ধতি	৪
০৬	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনার সারসংক্ষেপ	৫
০৭	পর্যালোচনা	৫-৭
০৮	প্রশিক্ষণ গ্রহনকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়নের সামগ্রিক বিশ্লেষণ	৭-৮
০৯	**Loomless Weavers Cooperative** (LWC) পরিদর্শন	৮
১০	প্রকল্পের পরিস্থিতিগত মূল্যায়ন/বিশ্লেষণ (SWOT Analysis)	৮-৯
১১	সুপারিশ	১১-১২
	সারণি ও স্থিরচিত্র	
১	প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনামূলক চিত্র	৬
২	স্থিরচিত্রে এসএফসি বাঞ্ছারামপুর কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ পরিদর্শন ও মূল্যায়ন	৯-১০

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডে কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নরসিংদী, কেন্দ্রের মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার এসএফসি বাঞ্ছারামপুর কেন্দ্রের আওতায় সমাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

১.০ পটভূমি:

হস্তচালিত তাঁত শিল্প বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প। জাতীয় অর্থনীতিতে তাঁত শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। ২০১৮ সালের তাঁত শুমারি অনুযায়ী তাঁত শিল্পে বছরে ৪৭.৪৭৪ কোটি মিটার কাপড় উৎপাদিত হয়, যা দেশের বস্ত্র চাহিদার প্রায় ২৮ ভাগ পূরণ করে থাকে। জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজনের দিক দিয়ে তাঁত শিল্প খাতের অবদান ২২৬৯.৭০ কোটি টাকা। জিডিপিতে তাঁত শিল্প খাতের অবদান ০.১০%। বর্তমানে এ শিল্পের সাথে তাঁতিসহ প্রত্যক্ষভাবে প্রায় নয় লক্ষ লোক নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়াও ডিজাইনার, তাঁত ব্যবসায়ী, তাঁত উদ্যোক্তা, তাঁতে সুতা, রং ও রসায়ন সরবরাহকারী, আমদানি ও রপ্তানিকারকসহ বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠী পরোক্ষভাবে এ শিল্পের সাথে জড়িত রয়েছে। ফলে কর্মসংস্থানের দিক দিয়ে এর স্থান কৃষি ও গার্মেন্টস শিল্পের পরেই তৃতীয় বৃহত্তম এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কৃষির পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম। গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাঁত শিল্পের ভূমিকা অনন্য। ২০১৮ সালে দেশব্যাপী পরিচালিত তাঁত শুমারি অনুযায়ী দেশে বিদ্যমান ১,১৬,১১৭টি তাঁত ইউনিটে মোট হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা ২,৯০,২৮২টি (পাওয়ার লুম ব্যতীত)। তন্মধ্যে চালু তাঁতের সংখ্যা ১,৯১,৭২৩টি এবং বন্ধ তাঁতের সংখ্যা ৯৮,৫৫৯টি।

১.১ বাঞ্ছারামপুর এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় একসময়ে প্রচুর তাঁত ছিল। সেখানে লুঙ্গি, গামছা, তোয়ালে, শাড়ি, লালশালু ইত্যাদি কাপড় তৈরি হতো। স্থানীয় তাঁতিগণ হাতের সাহায্যে সুতা রং করতো এবং সে রং পাকা/স্থায়ী হতো না বলে ধৌতকরণের সময় উঠে যেত। তাছাড়া তাঁদের উৎপাদিত কাপড়ের কারিগরি সেবা, যেমন- ওয়াশিং এন্ড ডাইং, মার্সেরাইজিং, ক্যালেন্ডারিং ইত্যাদি গ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না। ফলে স্থানীয় তাঁতিগণের উৎপাদিত কাপড়ের গুণগতমান ভাল হতো না। ফলশ্রুতিতে তাঁতিদের কাপড় স্বল্পমূল্যে বিক্রি করতে হতো। তাঁতিদের উল্লিখিত সীমাবদ্ধতার সুযোগ গ্রহণ করতো মধ্যস্বত্বভোগী/মহাজনরা। তাঁতিরা আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হতো। মধ্যস্বত্বভোগী/মহাজনদের হাত থেকে প্রান্তিক ও গরিব তাঁতিদের রক্ষা এবং তাঁদের উৎপাদিত কাপড়ের বিভিন্ন কারিগরি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৯০-১৯৯৬ মেয়াদে মোট ৪২৩.৮১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিতাস নদীর পাড়ে সলিমাবাদ এলাকায় ২.৫০ একর জমির উপর সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (এসএফসি), বাঞ্ছারামপুর, বি-বাড়িয়ায় স্থাপন করা হয়। স্থানীয় তাঁতিদের দ্রুত পেশা পরিবর্তন এবং চাহিদার অভাবে চালু করা অর্থাৎ ১৯৯৬ সাল হতে এ কেন্দ্র থেকে কোন সার্ভিস প্রদান করা হয়নি। বর্তমানে এ কেন্দ্রে বেসিক সেন্টার বাঞ্ছারামপুরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.০ বিভিন্ন সনের তাঁত জরিপ অনুযায়ী বি-বাড়িয়া জেলার তাঁতের পরিসংখ্যান:

তাঁত জরিপের সন	মোট তাঁত সংখ্যা	তাঁত সংখ্যা	
		চালু তাঁত	অচালু তাঁত
১৯৭৮	৩২১৯৪	২৩২১২	৮৯৮২
১৯৯০	২৯২৯২	১৯৮৪৪	৯৪৪৮
২০০৩	১০৪৩০	৪৯৬৮	৫৪৬২
২০১৮	৩৭৬	২৭৯	৯৭

৩.০ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের নিয়ন্ত্রনাধীন এসএফসি বাঞ্ছারামপুর কেন্দ্রের আওতায় প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য চেয়ারম্যান, বাতাঁবো মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। উক্ত নির্দেশনার আলোকে বোর্ডের প্রধান (এমই) জনাব মোহাম্মদ ইছা মিয়া ও সহকারী প্রধান (এমই) (অ:দা:) জনাব মো: আহসান উল্লাহ গত ১৪.১১.২০২২খ্রি: হতে ১৫.১১.২০২২খ্রি: তারিখ পর্যন্ত এসএফসি বাঞ্ছারামপুর সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করেন।

৪.০ পরিদর্শনকালে কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী মহাব্যবস্থাপক লিয়াজোঁ অফিসার জনাব বরকত উল্লাহ, নরসিংদী ইনস্ট্রাক্টর আলিফ উদ্দিন, মাস্টার ডায়ার সুরেন্দ্রনাথ পাল ও নিরাপত্তা প্রহরী শহীদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, কেন্দ্রটি হোমনা-বাঞ্ছারামপুর আঞ্চলিক সড়কের সলিমাবাদ এলাকায় তিতাস নদীর উপর নির্মিত সেতুর সংযোগ সড়ক ও নদী ঘেঁষে উত্তর পার্শ্বে সংযোগ সড়কের উচ্চতা হতে প্রায় ২০-২৫ ফুট নিচে অবস্থিত। সংযোগ সড়ক হতে কেন্দ্রে যাতায়াতের কোন রাস্তা নেই এবং সংযোগ সড়কের সিঁড়ি ব্যবহার করে কেন্দ্রে উঠা-নামা করতে হয়। কেন্দ্রে কর্মরত দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী মহাব্যবস্থাপক এর সাথে কথা বলে জানা যায়, সেতুটি নির্মাণের ফলে সংযোগ সড়ক হতে কেন্দ্রটি প্রায় ২০-২৫ ফুট নিচু হয়ে যায়। কেন্দ্রের মোট ২.৫০ একর জমির সম্পূর্ণ অংশই কেন্দ্রের দখলে রয়েছে এবং নিয়মিত খাজনা/ভূমিকর পরিশোধ করা হচ্ছে। কেন্দ্রের কোন সীমানা প্রাচীর নেই। পরিদর্শনকালে কারখানা ভবন, অফিস ভবন, আবাসিক ভবন, ডরমেটরি, বয়লার হাউজ, পাম্প হাউজ, ইলেকট্রিক সাব-স্টেশন, ওভারহেড পানির ট্যাংক এবং স্টোর রুম জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে দেখা যায়। ভবনসমূহ সংস্কার ও মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী করা যাবে। কেন্দ্রের বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মধ্যে কিয়ার বয়লার, প্রেসার ডাইং, রিলিং মেশিনসমূহ এবং অটোমেটিক ওপেন ডাই জিগার মেশিনটি প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

৫.০ পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, কেন্দ্রের ডরমেটরি ভবনে বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বাতাঁশিপ্রই), নরসিংদীর আওতায় ৭ দিনের ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ চালু রয়েছে দেখা যায়।বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড আইনের ৬(ঠ) ধারা অনুসারে তাঁতিদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করাসহ প্রশিক্ষণের সুবিধা সৃষ্টি করা বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের অন্যতম প্রধান কাজ। প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রশিক্ষণের সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ৪ টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট/উপকেন্দ্র এবং ৪টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট রয়েছে। ৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নিম্নরূপ:

(১) বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী;

(২) তাঁত প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র, বেড়া, পাবনা;

(৩) মনিপুরি তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট এবং

(৪) তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাতমাথা, রংপুর।

৪টি ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট/উপকেন্দ্র নিম্নরূপ:

(১) ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী।

(২) ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

(৩) ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র কালিহাতি, টাঙ্গাইল।

(৪) ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

৫.১ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের তাঁতিদের অধিক উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন সেমি-অটোমেটিক তাঁতে বুনন, নক্সা উন্নয়ন, তাঁতের কাপড়ের গুনগত মানের উন্নয়নসহ উন্নত প্রযুক্তিতে রংকরণ পদ্ধতির প্রায়োগিক গবেষণা ও মাননিয়ন্ত্রণের জন্য প্রযুক্তিগত মানদন্ড নির্ধারণ এবং অন্যান্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ০১.০৪.১৯৮৪ খ্রিঃ হতে সেমি-

অটোমেটিক তাঁতে বুনন, ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং, স্ক্রিন প্রিন্টিং, টাই এন্ড ডাই, সুতা রংকরণ, ডবি ও জ্যাকার্ড তাঁতে বুনন এবং ব্যয় নিরুপণ ও বাজারজাতকরণ কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে।

৫.২ নরসিংদী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আওতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর এসএফসি কেন্দ্রের ডরমেটরি ভবনের প্রয়োজনীয় সংস্কারপূর্বক গত ২৬.০৮.২০২২ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রনালয়ের সচিব মহোদয় ৭ দিনের প্রশিক্ষণ কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন এবং কোর্সটি গত ৪.০৯.২০২২ তারিখে সফলভাবে সমাপ্ত হয়। পরবর্তীতে উক্ত কেন্দ্রের আওতায় ০৭ দিনের অপর একটি কোর্স ০৭.১১.২০২২ তারিখ হতে শুরু হয়ে ১৪.১১.২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়। দুটি কোর্সে ২০ জন করে মোট ৪০ জন প্রশিক্ষনার্থী অংশ গ্রহণ করেন ।

৬.০ বাঞ্ছারামপুর কেন্দ্রে শুধু প্রশিক্ষণকালীন সময়ের জন্য জনবলের বিবরণ:

ক্রমিক	পদের নাম	পদের সংখ্যা
১	ডিজাইনার (ইনস্ট্রাক্টর)	১
২	মাষ্টার ডায়ার	১

৭.০ প্রশিক্ষণ মূল্যায়নের কার্যপরিধি:

৭.১ প্রশিক্ষণার্থীরা বর্তমানে কে কোন পেশায় নিয়োজিত আছে তা নিরুপণ করা ।

৭.২ প্রশিক্ষণার্থীরা তাঁত শিল্পে কি অবদান রেখেছেন?

৭.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সামগ্রিক ফলপ্রসূতা কেমন?

৭.৪ প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা হয় কিনা অর্থাৎ প্রকৃত তাঁতি ছাড়া ও তাঁত পেশার সাথে সম্পৃক্ত নন এমন কেউ প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেছেন কি না?

৭.৫ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কারিগরি জ্ঞানের হস্তান্তর ও প্রসার সম্ভব হয়েছে কি না?

৭.৬ প্রশিক্ষণ এ দেশের তাঁতিদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের গুনগত মান উন্নয়নে কোন ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে কি না?

৮.০ মূল্যায়ন পদ্ধতি:

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী কেন্দ্রের আওতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর এসএফসি কেন্দ্রের ডরমেটরি ভবনে ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ব্লক বাটিক ও প্রিন্টিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষনার্থীদের মধ্যে দৈব চয়ন (Random Sampling) এর মাধ্যমে পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে ৩০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের উপর এ মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৪০ জন তাঁতির মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে ৩০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

৯.০ নরসিংদী তাঁত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আওতায় পরিচালিত কোর্সসমূহঃ

৯.১ পরিচালিত কোর্সের নাম: (ক) সেমি-অটোমেটিক (এসএ) তাঁতে বুনন

(খ) ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং

(গ) স্ক্রিন প্রিন্টিং

(ঘ) টাই এন্ড ডাই

(ঙ) সুতা রংকরণ

(চ) ডবি ও জ্যাকার্ড তাঁতে বুনন এবং

(ছ) ব্যয় নিরুপণ ও বাজারজাতকরণ

৯.২ প্রশিক্ষণের মেয়াদ: (ক) ০১ (এক) মাস

(খ) ০২ (দুই) মাস

(গ) ২ সপ্তাহ

৯.৩ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর এসএফসি কেন্দ্রে পরিচালিত কোর্সের নাম:

(ক) ব্লক ও বাটিক

(খ) টেক্সটাইল প্রিন্টিং

৯.৪ প্রশিক্ষণের মেয়াদ: ১ সপ্তাহ

৯.৫ প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা: ২০ জন (প্রতি ব্যাচে)

১০.০ প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন পদ্ধতি:

১০.১ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিজ্ঞপ্তি ফলক/ নোটিশ বোর্ডের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় তাঁতি সমিতি ও বেসিক সেন্টারের লিয়াজোঁ কর্মকর্তাবৃন্দের সুপারিশের ভিত্তিতে আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন গ্রহণ করা হয়।

১০.২ আবেদনকারীর বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে।

১০.৩ প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম ৮ম শ্রেণি পাশ হতে হবে।

১০.৪ প্রার্থীর জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব সম্পর্কে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সনদপত্র থাকতে হবে।

১০.৫ প্রার্থীর আবেদন পত্রে স্ব-স্ব এলাকার লিয়াজোঁ কর্মকর্তা/তাঁতি সমিতির সভাপতি/সম্পাদকের সুপারিশ থাকতে হবে।

১০.৬ আবেদনপত্রের সাথে প্রার্থীকে ২ (দুই) কপি সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে।

১১.০ প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনার সারসংক্ষেপ:

১১.১ প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, বাঞ্ছারামপুর এলাকায় পূর্বে অনেক তাঁত ছিল। তাঁতিরা প্রয়োজনীয় সহযোগিতা যেমন প্রশিক্ষণ, রং রাসায়নিক ও সুতা প্রাপ্তির সহজলভ্যতা, চলতি মূলধন না পাওয়া এবং এ পেশায় তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন কম হওয়ায় তারা এ পেশা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মজুরী এবং অন্যান্য সুবিধাদি কম থাকায় তাঁরা শুধুমাত্র এ পেশার উপর পুরোপুরি নির্ভর করতে পারছে না।

১১.২ প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনায় জানা যায়, দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহন, প্রশিক্ষণ ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি, আধুনিক তাঁত সরবরাহ ও এ তাঁতে উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হলে পুনরায় তারা এ পেশায় ফিরে আসতে সক্ষম হবে। এ ছাড়া, উন্নত প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং সরকারীভাবে আর্থিক সহায়তা পেলে তাঁত শিল্পকে মূল পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

১১.৩ প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ৪০ জনের মধ্যে শতভাগ মহিলা প্রশিক্ষণার্থী। অধিকাংশ মহিলাদের স্বামী প্রবাসী বিধায় তারা তাদের অবসর সময়কে কাজে লাগানো, উৎপাদন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁত পেশায় সম্পৃক্ত হওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

১২.০ পর্যালোচনা:

১২.১ বাঞ্ছারামপুর তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে অত্র এলাকায় ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ব্লক ও বাটিক এবং টেক্সটাইল প্রিন্টিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৪০ জন তাঁতির মধ্যে ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থীর নিকট থেকেই বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

১২.২ নির্বাচিত ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৩০ জনই মহিলা। এদের মধ্যে ০২ জন তাঁতি পরিবারভুক্ত অপর ২৮ জন বর্তমানে তাঁত পেশায় নিয়োজিত নেই।

১২.৩ প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে ০৮ জন উচ্চমাধ্যমিক, ০৭ জন মাধ্যমিক, ০৭ জন অষ্টম শ্রেণি এবং অবশিষ্ট ০৮ জন প্রাইমারী পাশ।

উল্লেখ্য, ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রাথমিক পাশ। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ:

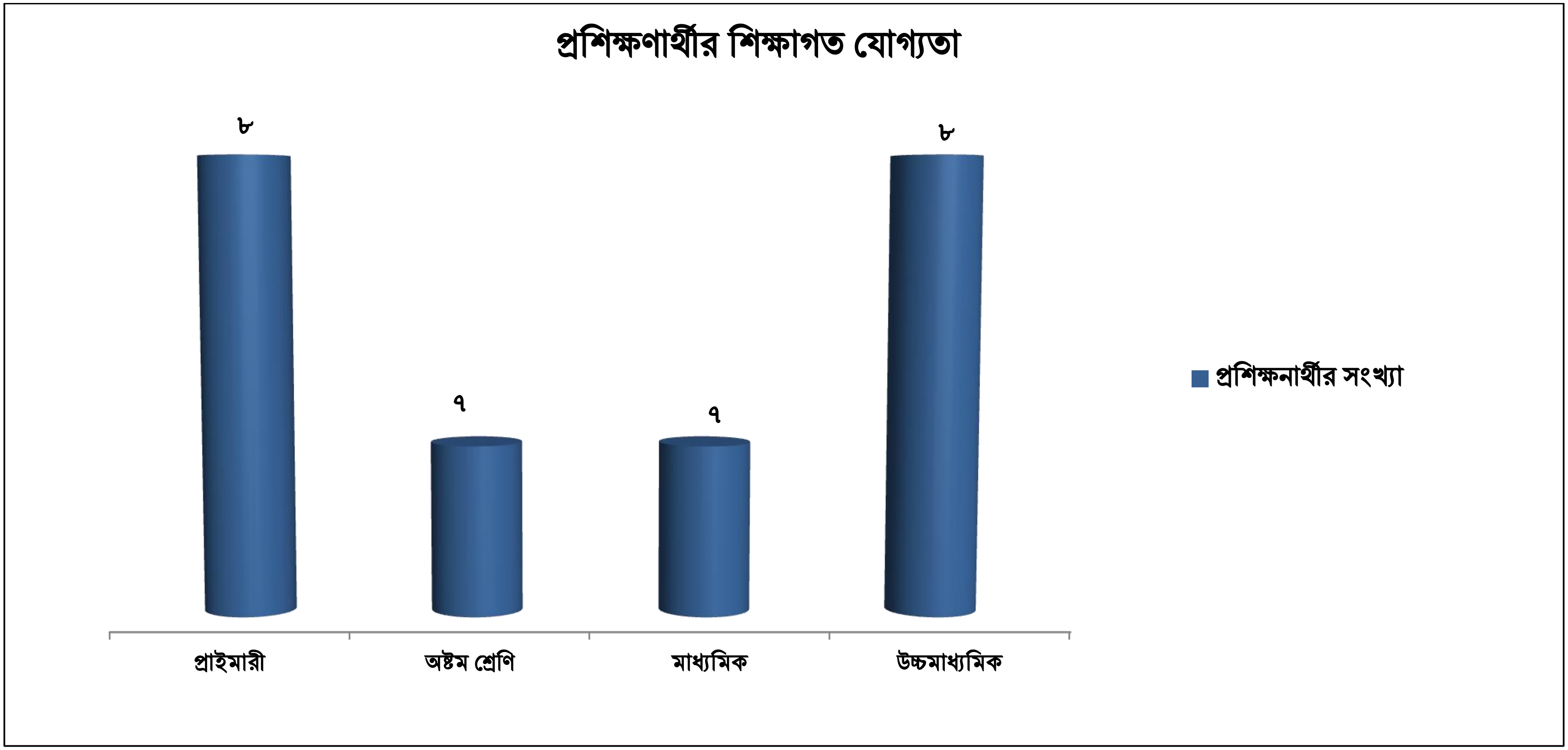

১২.৪ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পূর্বে নির্বাচিত ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ০২ জন তাঁত পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে বাকিরা তাঁত পেশায় নিয়োজিত থাকার ইচ্ছা পোষণ করেছেন।

১২.৫ প্রশিক্ষণ গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণের বিষয়ে ৩০ জন তাঁতির মধ্যে ২০ জন প্রতিবেশি এবং ১০ জন লিয়াজোঁ অফিসারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী হয়েছেন মর্মে জানিয়েছেন।

১২.৬ নির্বাচিত ৩০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তাঁতির মধ্যে ৩০ জনই ব্লক বাটিক ও প্রিন্টিং কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

১২.৭ পেশাগত ক্ষেত্রে ৩০ জন তাঁতির মধ্যে কেউই ব্লক ও বাটিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত নন। ফলে উন্নত প্রযুক্তির তাঁতে বুনন, টেক্সটাইল প্রিন্টিং ও ডিজাইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণ বেশি প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন;

১২.৮ প্রশিক্ষণগ্রহনার্থী ৩০ জন তাঁতির মধ্যে ৩০ জনই প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয় বলে জানিয়েছেন।

১২.৯ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এসে প্রশিক্ষণ গ্রহণে তাঁতিদের আগ্রহ কেমন এ প্রশ্নের জবাবে ৩০ জন তাঁতির মধ্যে সবাই আগ্রহ আছে মর্মে জানিয়েছেন।

১২.১০ প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী করে তোলার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় এ প্রশ্নের জবাবে ৩০ জন তাঁতির মধ্যে ১৬ জন প্রশিক্ষণ ভাতা ও মেয়াদ বাড়ানো, ১৪ জন উন্নত প্রযুক্তির তাঁতে বুনন প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

১২.১১ প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন কি না জানতে চাওয়া হলে ৩০ জন তাঁতির মধ্যে সকলেই কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়নি বলে জানিয়েছেন।

১৩.০ প্রশিক্ষণ গ্রহনকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়নের সামগ্রিক বিশ্লেষণ:

১৩.১ **প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তাঁতিগণ তাঁত শিল্পে কী অবদান রেখেছেন:**

এ প্রতিবেদনে নির্বাচিত ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৩০ জনের কাছ থেকেই তথ্য পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ৩০ জনই মহিলা। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৩০ জনের মধ্যে ২ জন বর্তমানে তাঁত জাতীয় পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। তবে প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট পেশায় তারা অবদান রাখতে পারবে।

১৩.২ উপরোক্ত তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উক্ত এলাকার বাস্তবতার সাথে মিল না থাকলেও তারা দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ পেলে এবং তাঁত বোর্ড হতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পেলে তাঁত পেশায় সম্পৃক্ত হতে পারবে।

১৩.৩ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কারিগরি জ্ঞানের হস্তান্তর ও প্রসার সম্ভব হয়েছে কি না?

নির্বাচিত ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থীর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, প্রত্যেকেই মাত্র ০৭ দিন মেয়াদী ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে মাত্র ০২ জন এ পেশায় নিয়োজিত আছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান হস্তান্তর ও প্রসার ঘটেনি।

১৩.৪ প্রশিক্ষণ এ দেশের তাঁতিদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নে কোন ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে কি না:

অত্র এলাকা বা তার আশে পাশের কোন এলাকায় বস্ত্র বয়নের মূল কাঁচামাল যেমন সুতা, রং এবং অন্যান্য কেমিক্যালের বাজার নেই। ফলে ঐ সব এলাকার তাঁতিদেরকে নরসিংদী, আড়াইহাজার এবং নারায়নগঞ্জ শহর

থেকে এ সমস্ত কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হয়। যা তাদের পেশাগত ক্ষেত্রে বড় সমস্যা বলে প্রতীয়মান হয়। যেহেতু তারা বহুদূর দুরান্ত থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে কাপড় বুনতে হয় তাই তাদের তৈরিকৃত কাপড়ের কস্টিং বেড়ে যায়, ফলে তারা অন্যান্য এলাকার তাঁতিদের সাথে তুলনামূলক বাজারে টিকে থাকতে পারছে না।

১৪.০ **Loomless Weavers Cooperative** (LWC) পরিদর্শন:

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁতবিহীন তাঁতি সমবায় সমিতি "**Loomless Weavers Cooperative** (LWC)" নামে এক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পর্যায়ক্রমে দেশের অভিজ্ঞ তাঁতিদেরকে পুনর্বাসন ও তাদের জন্মগত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো এবং তাঁদেরকে আধুনিক কলাকৌশল বিষয়ক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দেশের তাঁত শিল্পকে অনিবার্য অবক্ষয় হতে রক্ষা করার জন্যই এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৮-৮৪ মেয়াদে তাঁতবিহীন তাঁতি সমবায় (LWC) সমিতি শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় মোট ১১টি তাঁতবিহীন তাঁতি সমবায় (LWC) সমিতি গঠন করা হয়। প্রকল্পে প্রদত্ত সর্বমোট তাঁত সংখ্যা ছিল ৮৫৫ টি। ১১টি তাঁত বিহীন তাঁতি সমবায় সমিতির আওতায় ৮৫৫টি তাঁতের মূল্য ও কার্যকরী মূলধন বাবদ মোট ৪৯,২৩,৩৯৭/- টাকা ঋণ দেয়া হয়। প্রকল্পের আওতায় ১১টি তাঁত বিহীন তাঁতি সমবায় সমিতির মধ্যে **ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার** বাঞ্ছারামপুর উপজেলার সলিমাবাদ এলাকার মিরপুর (জেএল-৯৬) মৌজায় ০.২৫ একর জমির উপরও একটি তাঁতবিহীন তাঁতি সমবায় সমিতি রয়েছে। পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে, উক্ত জমির উপর অনেক ঘরবাড়ি রয়েছে এবং জমিটি বেদখল অবস্থায় রয়েছে। জমির চারপাশে কোন সীমানা প্রাচীর/কাঁটাতারের বেড়া নেই।

১৫.০ প্রকল্পের পরিস্থিতিগত মূল্যায়ন/বিশ্লেষণ (SWOT Analysis):

১৫.১ Strengths:

(ক) এসএফসি কেন্দ্রের আওতায় অধিগ্রহনকৃত ২.৫ একর অব্যবহৃত জমি এবং ভবনসমূহের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

(খ) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী শতভাগ মহিলা প্রশিক্ষণার্থী। ফলে তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে এবং তাঁত বস্ত্র উৎপাদনে প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে।

(গ) তাঁত অধ্যুষিত এলাকা হওয়ায় দীর্ঘ মেয়াদী এবং সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে তাঁত ও তাঁতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

(ঘ) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হলে জমি বেদখল/বেহাত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে।

১৫.২ Weakness:

(ক) প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ খুবই স্বল্প।

(খ) প্রশিক্ষণ ভাতা বাবদ প্রদত্ত অর্থ প্রয়োজন ও সময়ের তুলনায় কম ও অপ্রতুল।

(গ) প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ আধুনিক ও সময়োপযোগী নয়।

(ঘ) প্রশিক্ষণার্থীদের বেশির ভাগই অতাঁতি/গৃহিনী এবং বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র/ছাত্রী।

১৫.৩ Opportunities:

(ক) তাঁত শিল্পের হৃতগৌরব ফিরে আসবে।

(খ) তাঁতি ও তাঁতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ।

(গ) তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

(ঘ) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

(ঙ) দারিদ্র্য বিমোচন হবে।

১৫.৪ Threats:

(ক) জমিসহ নির্মিত অবকাঠামো বেদখল/ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা;

(খ) প্রকৃত তাঁতিদের পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা;

(গ) স্থায়ি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য জনবলের পদ সৃষ্টি ও অনুমোদন।

স্থিরচিত্রে এসএফসি বাঞ্ছারামপুর কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ পরিদর্শন ও মূল্যায়ন

প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনা এবং তাদের নকশাকৃত কাপড় পরিদর্শন

প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন

LWC, সলিমাবাদ বাঞ্ছারামপুরের বেদখল হওয়া জমি

১৬.০ সুপারিশ:

(ক) প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত:

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উপর পরিচালিত জরিপের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে অর্থবহ করার জন্য নিম্নে বর্ণিত সুপারিশ করা হলো:

১৬.১ এসএফসি কেন্দ্রের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোসমূহ মেরামত/ সংস্কার করে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে।

১৬.২ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের পদসৃজন ও অনুমোদন, পূর্ণাঙ্গ কোর্স কারিকুলাম, যন্ত্রপাতি, অফিস সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্র ও আনুষাঙ্গিক বিষয়াদির প্রাক্কলন,বাজেট বোর্ডের সংশ্লিষ্ট বিভাগ হতে প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেয়া যেতে পারে।

১৬.৩ প্রশিক্ষণার্থীগণ ১০০ ভাগ মহিলা হওয়ায় তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে এবং তাদের এ দক্ষতা তাঁত বস্ত্রের উৎপাদনে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাবে। ফলে তাদের দারিদ্র্য বিমোচন হবে এবং নারীর ক্ষমতায়ন হবে।

১৬.৪ তাঁতিদের প্রশিক্ষণে আগ্রহী করে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ ভাতা বাড়ানো যেতে পারে।

১৬.৫ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদকাল এক সপ্তাহ থেকে বাড়িয়ে এক/দুই মাস করা যেতে পারে।

১৬.৬ বাঞ্ছারামপুর এলাকায় যেহেতু আধুনিক তাঁত এবং রং রসায়নের সহজলভ্যতা নেই তাই এ এলাকার তাঁতিদের প্রশিক্ষণে আগ্রহী করার জন্য প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে মেধারভিত্তিতে প্রথম **২/৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে** একটি করে **'সেমি-অটোমেটিক তাঁত'** অনুদান হিসেবে প্রদান করলে প্রশিক্ষণার্থীগন আরো বেশি প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী হবে এবং এ প্রশিক্ষণ আরো ফলপ্রসূ হবে বলে আশা করা যায়।

১৬.৭ প্রশিক্ষণ ভাতা ২৪০ টাকার মধ্যে ১০০ টাকা নগদ দিয়ে বাকী ১৪০ টাকার পরিবর্তে প্রতি কোর্সের ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে দুইভাগে বিভক্ত করে **প্রতি** ১০ জনের একটি গ্রুপ করে প্রত্যেক গ্রুপকে ৫ টি করে 'সেমি-অটোমেটিক তাঁত' এবং তার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি দিলে তাঁতিগণ উপকৃত হবে সে সাথে প্রত্যেক তাঁতি তাঁত পেশার সাথে সম্পৃক্ত থাকবে বলে আশা করা যায়।

১৬.৮ প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে তাঁত ঋণের ব্যবস্থা করলে এ প্রশিক্ষণ আরো ফলপ্রসূ হবে বলে আশা করা যায়।

(খ) এসএফসি কেন্দ্র সংক্রান্ত:

১৬.৯ কেন্দ্রের নিরাপত্তার স্বার্থে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা যেতে পারে;

১৬.১০ কাঠামো ঠিক থাকায় কারখানা ভবন, অফিস ভবন, আবাসিক ভবন, ডরমেটরি, বয়লার হাউজ, পাম্প হাউজ, ইলেকট্রিক সাব-স্টেশন, ওভারহেড পানির ট্যাংক এবং স্টোর রুম সংস্কার ও মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী করা যেতে পারে;

১৬.১১ কেন্দ্রের কিয়ার বয়লার, ইয়ার্ন ডাইং, টুইস্টিং মেশিনসমূহ প্রয়োজনীয় মেরামত করে কালিহাতি সার্ভিস সেন্টারে এবং অটোমেটিক ওপেন ডাই জিগার মেশিনটি শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক কাজে বাতাঁশিপ্রই, নরসিংদীতে ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে;

১৬.১২ অন্যান্য যন্ত্রপাতি জরাজীর্ণ ও ব্যবহারের অনুপযোগী প্রতীয়মান হওয়ায় অকেজো ঘোষণা করে বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে ।

১৬.১৩ LWC, সলিমাবাদ বাঞ্ছারামপুরের বেদখল হওয়া জমি বোর্ডের দখলে আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে।

১৬.১৪ এসএফসি বাঞ্ছারামপুর কেন্দ্রের অব্যবহৃত জমিকে ব্যবহার উপযোগী ও দখলে রাখার জন্য এখানে আরও কি কি করা যায় এ বিষয়ে একটি সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন বাতাঁবোর চেয়ারম্যান মহোদয় বরাবর দাখিল করার জন্য ১টি কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

২৮.১১.২০২২

মোঃ আহসান উল্লাহ্
সহকারী প্রধান (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন) [অ:দা:]
বাতাঁবো, ঢাকা।

28.11.2022

মোহাম্মদ ইছা মিয়া
প্রধান (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন) [অ:দা:]
বাতাঁবো, ঢাকা।